দৈনিক সংবাদ

৪২

তারিখ 31 MAR 1990 পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কাল তলবী সভা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগকে অবৈধ বলে উল্লেখ করে ৫৪ জন শিক্ষক আগামীকাল রোববার নিজেরাই শিক্ষক সমিতির তলবী সভা ডেকেছেন।

তাঁরা কেন এ সভা ডাকলেন তার কারণ ব্যাখ্যা করে গতকাল শুক্রবার

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যাল শিক্ষক সমিতি

(১ম পাতার পর)

শিক্ষকদের মধ্যে চিঠি বিতরণ করা শুরু হয়েছে। গত বুধবার তাঁরা শিক্ষক সমিতির সভাপতির কাছে দেয়া এক চিঠিতে সমিতির উদ্যোগে তলবী সভা ডাকার অনুরোধ জানালে ওইদিন রাতে অনুষ্ঠিত সমিতির কার্যকরী পরিষদের সভায় প্রয়োজন তলবী সভার নেই বলে সিদ্ধান্ত হয়। ৩ জন শিক্ষক দ্বিমত পোষণ করায় সিদ্ধান্তটি অবশ্য সর্বসম্মত ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর যে ধারা অনুযায়ী নতুন উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে তাতে বলা আছে ছুটি, অসুস্থতা, পদত্যাগ অথবা অন্য কোন কারণে উপাচার্যের পদ যদি সাময়িকভাবে খালি হয় তবে চ্যান্সেলর যাকে উপযুক্ত মনে করেন তাকে দিয়ে উপাচার্যের দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করবেন। নতুন উপাচার্যের নিয়োগপত্রে এ ধারা অনুযায়ী পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়াকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।

বিতর্ক শুরু হয়েছে এ নিয়েই, তলবী সভা আহ্বানকারীরা বলছেন, উক্ত ১১ (২) ধারা অনুযায়ী চ্যান্সেলর উপাচার্যের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য কাউকে দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিযুক্ত করতে পারেন, সরাসরি উপাচার্য করতে পারেন না। এর আগে যতবার উপাচার্যের পদ সাময়িকভাবে শূন্য হয়েছে ততবারই কাউকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য করা হয়েছে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অনুরোধের পরও শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে তলবী সভা আহ্বান না করা সমিতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় ঘটনা বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগকে যারা বৈধ বলে মনে করেন তাদের মধ্যে একজন শিক্ষক গতকাল এ প্রতিবেদককে বলেন, 'পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত' নিয়োগপত্রের এই কথাটির মাধ্যমেই বুঝা যায় যে, বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগ সাময়িক, সুতরাং এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। গত ২৭শে মার্চ অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির সভায় আলোচনার পরও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় সিদ্ধান্ত না হওয়ায় এ বিষয়ে কোন তলবী সভা ডাকার প্রয়োজন নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।